



ওয়শিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রয়াত লেখক হুমায়ূন আহমেদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

ওয়শিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আজ (১১ আগস্ট ২০১২) বিখ্যাত লেখক হুমায়ূনের আহমেদের প্রয়ানে এক স্মরণসভা দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক, লেখক, ঔপন্যাসিক, ছবি নির্মাতা ও পরিচালক গত ১৯ জুলাই নিউইয়র্কস্থ বেলভু হাসপাতালে ৬৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

জনপ্রিয় লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। স্মরণ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব আকরামুল কাদের, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের জনাব আনিস আহমেদ, সাংবাদিক হারমণ চৌধুরী ও শিকির আহমেদ, ডঃ নকিব উদ্দিন, জনাব মাহমুদুন নবী বাকী এবং জনাব মহিবুল ইসলাম প্রিয়। রাষ্ট্রদূত আকরামুল কাদের সুখ্যাত লেখকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার বক্তব্যে বলেন যে, জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ তার সুলেখনী বইয়ের মাধ্যমে দেশের যুবকদের উৎসাহিত করেছে এবং নতুন প্রজন্ম তাদের শিবা কার্যক্রমেও হুমায়ূন আহমেদের বই সম্পৃক্ত করে তার বইগুলো গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ লব লব বাঙালীর হৃদয়ে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন তার সৃজনশীল সৃষ্টি যেমন ঃ- সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস ও ছবি নির্মাণ পরিচালনায়। রাষ্ট্রদূত আকরামুল কাদের আরও বলেন আকর্ষণীয় গল্প লেখক, বাংলা সাহিত্য, ছবি, উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিদেশে উজ্জ্বল করেছে। হুমায়ূন আহমেদই বাংলাদেশে প্রথম নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি তার 'বহুব্রীহি' নাটকে টিয়া পাখীর মাধ্যমে 'তুই রাজাকার' শব্দটি ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি হুমায়ূন আহমেদকে বাংলা সাহিত্যের আকাশে নবত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন তার কর্মের মাধ্যমেই স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রদূত আকরামুল কাদের হুমায়ূন আহমেদের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আনিস আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে সুখ্যাত কথাসাহিত্যিক তার সাহিত্য কার্যক্রমের কারণে পাঠকদের কাছে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে এক অপূরণীয় বতি হয়েছে বলে জনাব আনিস আহমেদ মন্তব্য করেন। আনিস আহমেদ আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মুক্তিকামী বাংলাদেশের মানুষের প্রতি পাকহানাদার বাহিনীর নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যা তার লেখা উপন্যাসে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে।

সাংবাদিক হারমণ চৌধুরী এবং শিকির আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার কথাসাহিত্য, উপন্যাস এবং ছবি নির্মাণের মাধ্যমে চিরদিন বাংলাদেশের মানুষ ও সাহিত্যপ্রেমিক মানুষের কাছে অমর হয়ে থাকবে। তারা বলেন, হুমায়ূনের আহমেদের সষ্টি দেশের নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার উৎসাহ যোগাবে।

পরিশেষে ডঃ হুমায়ূন আহমেদের জীবনের শেষ ক'টি দিনের উপর দুর্লভ তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সভাশেষে অতিথিদের ইফতার পরিবেশন করা হয়।

Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail : bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

Press Release

11 August 2012

Tribute paid to renowned writer Humayun Ahmed at Bangladesh Embassy

A remembrance meeting to pay rich tribute to illustrious writer Humayun Ahmed was held today (11 August 2012) in the Bangabandhu Auditorium of Bangladesh Embassy in Washington DC. The renowned writer, novelist, film maker and director died in the New York Bellevue Hospital on July 19 at the age of 64.

Munajat was offered to the Almighty Allah for the eternal peace of the departed soul of writer Humayun Ahmed.

Bangladesh Ambassador to USA Mr. Akramul Qader, Mr. Anis Ahmed of Voice of America (Bangla section), Journalists Mr. Haroon Chowdhury, Mr. Shibbir Ahmed, Dr. Nakib Uddin and Mr. Mohibul Islam Priyo participated in the discussion among others.

Paying rich tribute to the legendary writer Humayun Ahmed Ambassador Akramul Qader, in his remarks, said the popular writer inspired the young people to read high quality books when the new generation got themselves confined to academic text also. The Ambassador said the legendary writer Humayun Ahmed will forever be alive in the hearts of millions of Bangalees whom he charmed for several decades through his creation ; stories, novels, drama and films. He also said the charismatic story-teller immensely enriched Bangla literature film and drama enhancing Bangladesh's image abroad. Ambassador Qader said Humayun Ahmed is the first to use a drama, 'Bohubrihi', to speak out against rajakars (collaborators of the Pakistani forces during the 1971 war). Ambassador Qader called upon the people including Bangladeshi Diaspora to come forward in establishing a Cancer Hospital in Bangladesh.

Mr. Anis Ahmed, in his speech said legendary writer Humayun Ahmed will remain immortal to the readers of Bangladesh for his literary works. He said, Humayun Ahmed's death is an irreparable loss to the people of Bangladesh as well as literary world. Mr. Ahmed also said, Humayun's creation will inspire generations to move the country forward. Anis Ahmed said, illustrious Humayun Ahmed revived the spirit of the liberation through his works.

Journalists Mr. Haroon Chowdhury and Mr. Shibbir Ahmed said the liberation war was the context of many of his novel and films which highlighted the sufferings, sacrifices of the people of Bangladesh and heroic fighting by the freedom fighters against the Pakistani army to liberate the country.

Later, a rare video on last few days of Dr. Humayun Ahmed was screened.

Contact : Swapan Kumar Saha, Minister (Press), Phone: 202-244-5071, Fax : 202-244-2771/7830, e-mail : pressministerwash@yahoo.com